যুগান্তর

তারিখ ... 25 OCT 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৬ ...

শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন না ঘটিয়েই রাজধানীতে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করা হবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্টদের সভায় সিদ্ধান্ত

মুসতাক আহমদ

ডিসেম্বরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাকালে ঢাকা শহরে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে ভোটার রেজিস্ট্রেশন বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে আগামী নভেম্বরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোটার রেজিস্ট্রেশনে নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষা দু'চারদিন আগে-পরে নিয়ে নেয়া হবে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ত্রিপক্ষীয় এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব শিক্ষক ভোটার রেজিস্ট্রেশন কাজে সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার,

রাজধানী : পৃষ্ঠা ১ : কলাম ৭

রাজধানী : ভোটার রেজিস্ট্রেশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুপারভাইজার এবং তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের নাম ও প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় নির্বাচন কমিশন নয়, স্কুল বা কলেজ প্রধান তৈরি করবেন। ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার।

আগামী ১ ডিসেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভোটার রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মোট ৮শ' কেন্দ্রে এ কার্যক্রম চলবে। আগে এই রেজিস্ট্রেশন কাজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মোট ৭টি ধাপে ৫৬০টি ব্যাচে ৯০ ওয়ার্ডের ১৫ হাজার ৮৫৫ জনকে ২৯ অক্টোবর থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হবে। ২৯ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে তাদের প্রশিক্ষণ। ৯০টি কেন্দ্রে (স্কুল/কলেজে) প্রতিটি ব্যাচকে তিনদিন করে তত্ত্বীয় ও প্রাকটিক্যাল দু'ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হবে নির্ভুল রেজিস্ট্রেশনের জন্য। প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১১৮ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ২ হাজার ৬২৭ জন সুপারভাইজার এবং ১৩ হাজার ৪০ জন তথ্য সংগ্রহকারী থাকবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একটি করে স্কুল বাছাই করা হয়েছে। এছাড়া ২৮টি থানার জন্য সেনাবাহিনীর ২৮টি সার্ভার সেন্টার এবং এগুলো সমন্বয়ের জন্য আরও ৫টি সেন্টার স্থাপিত হবে। অধিকাংশ কমিউনিটি সেন্টার হলেও এ পর্যন্ত নির্বাচিত ২৭টির মধ্যে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে মোহাম্মদপুর সিটি কলেজ এবং খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়।

আগামী ১০-১১ ডিসেম্বর সারাদেশে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। ঢাকা শহরে ২১টি কেন্দ্রে নেয়া হবে এ পরীক্ষা। এর আগে ১০ নভেম্বর ঢাকা শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে অষ্টম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা। এছাড়া সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ নভেম্বর বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে বার্ষিক পরীক্ষার দিকে এগোতে হবে। যা সম্পন্ন করতে হবে প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেহেতু বার্ষিক পরীক্ষার আগে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণে যোগদান করলে পঠনপাঠনে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ১০ নভেম্বরের মূল্যায়ন পরীক্ষা ও ডিসেম্বরের বৃত্তি পরীক্ষার সব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার না হলেও ওই দু'সময়ে প্রশিক্ষণ ও রেজিস্ট্রেশন বন্ধ থাকবে। আর যেসব স্কুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে, সেসব স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ৪-৫ দিন আগে-পরে নিতে হবে। কেননা ৯০টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৮০টি স্কুল রয়েছে। বাকিগুলো কলেজ। আর রাজধানীতে ৩৬১টি স্কুল থাকায় বিষয়টি সমন্বয়েই সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু কেন্দ্রগুলো বিকল্প ব্যবস্থার অধীনে আসবে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, যেহেতু সব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রেশন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না, তাই অনাহূত পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেন, এটা একটা জাতীয় কাজ। ৫-৬ বছরে একবার এ কাজে সহযোগিতা করতে হয় শিক্ষকদের। তাছাড়া এরকম ঐতিহাসিক কাজে অংশগ্রহণের একটা আলাদা আনন্দ আছে। তাই শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সহায়তা করবেন। তিনি বলেন, যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ডাকা হবে, তার তালিকা এবং সিডিউল আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া হবে। প্রধান শিক্ষকরা শিক্ষক বাছাইয়ের পাশাপাশি সিডিউলকে সামনে রেখে বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচি তৈরি করবেন। ফলে দুটি কাজই স্বাভাবিকভাবে এগোবে। যেহেতু সেনাবাহিনী এতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে, তাই এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে যে কোন তালিকা সরাসরি সেনা সদর দফতরে পাঠানোর ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

রাজধানীতে ৯০টি ওয়ার্ডে যে ৯০টি স্কুল ও কলেজে রেজিস্ট্রেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।